

শেরপুরের জেলা রেজিস্ট্রার নুর নেওয়াজের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

নিকাহ রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর
জাল করে ইন্তফা-রিজাইনের
মিথ্যা নাটক

শেরপুর প্রতিনিধি :
শেরপুরের জেলা রেজিস্ট্রার মোঃ নুর নেওয়াজের বিরুদ্ধে শেরপুর সদর উপজেলার ১০ নং চর পঞ্চমহাটী ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে ইন্তফা/রিজাইন লেটার তৈরি করে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে মোটা অংকের টাকার চুক্তিতে নতুন নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ দিতে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায় শেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ১০ নং চর পঞ্চমহাটী ইউনিয়নে নিকাহ রেজিস্ট্রার মোঃ শফিকুল ইসলাম বিগত ১৭/১১/২০১২ ইং তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে অদ্যাবধি সরকারি কোষাগারে নির্দিষ্টমূল্যে রাজস্ব জমা দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন।

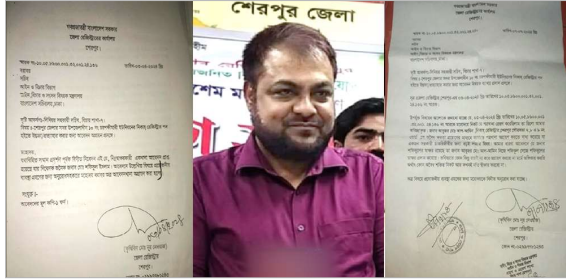


পাওনা টাকা চাওয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

শেরপুর প্রতিনিধি :
শেরপুরের শ্রীবরদীতে পাওনা টাকা চাওয়ায় নাজমুল হোসেন (৩২) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুজনকে ব্রেহমার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৬ জুলাই) সন্ধ্যায় উপজেলার তাত্ত্বারী ইউনিয়নের কলকাতারিয়া বনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নাজমুল হোসেন কলকাতারিয়া বনপাড়া গ্রামের মোঃ রফুল আফিনের ছেলে। হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার মোঃ জাফর (৪০) একই গ্রামের মৃত আব্দুল বাকির ছেলে। নিহতের (৩২) ভাই ইয়াছিন হোসেন বাদী হয়ে শনিবার মোঃ জাফরকে প্রধান আসামী করে ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৩৪ জনকে আসামী করা হয়েছে। এ মামলার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নাজমুলের আত্মীয় মোঃ জাফর। পারিবারিক প্রয়োজনে জাফর প্রায় দুই বছর আগে নাজমুলকে মা গোহা, মাজেন্দা বেগমের সঙ্গে ২ লাখ টাকা ঋণ দেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় নাজমুল ওই টাকা চাওয়ায় মোঃ জাফরসহ তার সোপানজ নাজমুল হোসেনকে পিটিয়ে মাথা, ও শরীরে আঘাত করেন। এ সময় নাজমুলের মা মাজেন্দা বেগম ও নানা মোঃ মাহেন্দ আলীকেও মারধর করা হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে চিকিৎসকে নাজমুল হোসেনকে টাকার নান্দানাল ইউসিটিউটি অব হাসপাতালে এবং হাসপাতালে পাঠান। সেখানে যাওয়ার পথে গাজীপুর বোর্ড বাজার এলাকায় পৌঁছানো নাজমুলের মৃত্যু হয়। শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ কাইয়ুম খান সিদ্ধিকী বলেন, এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই বাদী হয়ে শনিবার দুপুরে থানায় মামলা দায়ের করেছে। হত্যা মামলার প্রধান আসামী মোঃ জাফরসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লাশ মনোহরপুরের বন্য শেরপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তুচ্ছ ঘটনায় ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলে যুবকের

যশোর প্রতিনিধি :
যশোরের চৌগাছায়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষকে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছে। শনিবার (২৭ জুলাই) সন্ধ্যায় দিলে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আত্মীয় গ্রুপে ফোকন (২৮) নামের এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাদপাড়া মহল্লার যুবক আব্দুল শফিকের ছেলে। হত্যার সূত্র জানা যায়, সম্প্রতি থেকেবন মনসিক ভাঙ্গানোয়ালী দোষা দেয়। তবে বর্তমানে তিনি সুস্থ জিন্দে। শনিবার দুপুরে ফোকনের সঙ্গে একই মহল্লার হাফসের ছেলে আরওয়ের তুচ্ছ ঘটনার জেরে কথা-কানাকাটি হয়। এতে রেগে যান হাফস আরোহ, তার ভাই রেজা ও তুচ্ছপতি মালেক থেকেবনকে ছুরিকাঘাত করে। পর তাকে উপজেলার কলকাতা থানায় নিয়ে গেলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চৌগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, মরদেহের সুরতত্ত্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রকৃতি চলছে।



করেন যে, ০৩-০৪-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ১০,০৫.৮০০.০০১ ৩২,০০১, ২৪.১৩৬ নং ম্যাকে যে পরনামা প্রেরণ করা হয়েছিল তা ছিলো অস্বাক্ষরিত এবং শেরপুর পৌরসভা ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব আবুজর মোঃ আল-আমিন অবৈধ কমতা প্রেরণের মাধ্যমে পরনামা আশ্রয় করতে বাধ্য করেছে যা একজন সরকারী চাকরিত্বীর্ণ জন্য বড়ই লঙ্কার বিষয়। আপনেনে জনাব শফিকুলের যে স্বাক্ষর রয়েছে তা জনাব আবুজর মোঃ আল-আমিন নিজে শফিকুল সেরে শফিকুলের স্বাক্ষর প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে কোন কিছু যাচাই না করে আশ্রয় করবে না মর্মে অঙ্গিকার করে অর্থাৎ কোন অবৈধ স্বাক্ষর নিকট আওর কখনই নতি স্বীকার করবে না বলে গত ০৭-০৭-২০২৪ তারিখে ১০,০৫.৮০০.০০১ ৩২,০০১, ২৪.২৪০ নং ম্যাকে মূল্যে আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এবিষয়ে উক্ত ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রারের এক আত্মীয় বলেন যে

সরকারের এতো গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অধিক টাকার আশায় এমন অসৎ উপায় অবলম্বন করে কতিপয় দালাল ও কর্মচারীর সহযোগিতায় নিকাহ রেজিস্ট্রারের মীল-স্বাক্ষর জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ইন্তফা/রিজাইনের মিথ্যা নাটক সাজিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমন উর্ধ্বন কতৃপক্ষের চাপে নিজে বিচার জন্য কর্মচারীদের উপর দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। ইতি পূর্বেও অনিয়ম দৃষ্টান্ত ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে শ্রীবরদী রেজিস্ট্রার ২ নং রানী শিমুল ইউনিয়নে মোঃ মাসুম বিদ্বাহ হয়ে মর্মে পরনামাফি মামলায় ৫ বছরের সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে ২৩/০১/২০১৯ ইং তারিখে ১০৩(৮) নং ম্যাকে লাল কালি দিয়ে কাটা হেডো করে ১০৩(৮) হল ১০৩(৭) নং জাল ভূয়া ম্যাক বনবাহার করে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ পত্র সূজন করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

দুই পুলিশ প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি :
হবিগঞ্জের মাধবপুরে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে এক ব্যবসায়ীর থেকে মোবাইলফোন জব্দ করে ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগে ২ পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন, মাধবপুর থানার এসআই ধীর মোহাম্মদ ও এসআই আব্দুল হাকিম। রোববার (২৮ জুলাই) বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন পুলিশ সুপার বালেন, অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে একজনের কাছ থেকে মোবাইলফোন ও টাকা-পরশা নিয়েছেন এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। এপ্রই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



জানা যায়, মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর বাজারের আলী আহমদ আত্মত্বক অভিযোগ করেন, এসআই ধীর মোহাম্মদ ও এসআই আব্দুল হাকিম ২৫ জুলাই তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অভিজন চালিয়ে কয়েকটি মোবাইলফোন জব্দ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেন। ঘটনটি জানতে পেরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানান। এর প্রেক্ষিতে শনিবার (২৭ জুলাই) রাতে ওই ২ পুলিশ কর্মকর্তাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে হবিগঞ্জ পুলিশ লাইনে সশস্ত্র করা হয়।

মা-ভাই ও বোনকে আটকে প্রবাসীর স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ



কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি :
কিশোরগঞ্জে ভাড়া বাসায় মা এবং ছোট দুই ভাই-বোনকে এক কক্ষে আটকে রেখে অন্য কক্ষে প্রবাসীর স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রবাসীর স্ত্রীকে (২৪) কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুলাই) সকালে কিশোরগঞ্জ কোলা শহরের হারুয়া কসাইখানা রোডের একটি চারতলা ভবনের নিচতলায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনটি কিশোরগঞ্জ সদর মহল্লা থানা-পুলিশকে জানানো হয়। সৈদিন রাতেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত (মা, রাকিব, ৩২) ও (মা, আনোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ (২০) নামে দুজনকে আটক করে পুলিশ। মোঃ রাকিব শহরের হারুয়া সওদাগরপাড়ার করিমুল্লাহর ছেলে এবং মোঃ আনোয়ার দুজনকে আটক করে পুলিশ। মোঃ রাকিবের স্ত্রীকে হারুয়া ছালাবের ছেলে। এ ঘটনায় শনিবার ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে ও জনকে আসামী করে কিশোরগঞ্জ সদর মহল্লা থানা মামলা করেন।

ওই বাসটিতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে পরিত্রিত হন এবং ওই নারীর মাকে ধর্মের মা বানান। এতে আনোয়ার সঙ্গে পরিবারের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার ওই নারী মামামামি বেড়াতে আসেন। পরদিন শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে আনোয়ার ৬ যুবক বাসটিতে হানা দেন। এ সময় তারা এই বাসায় খাবার কাজ হয় বলে ওই নারীর মামামামি গলিগালাজ করে বাসা থেকে বের করে দেন। পরে সিংহাব ও সুমন নামে দুই যুবক বাসার একটি কক্ষে ওই নারীর মা, ছোট ভাই ও বোনকে আটকে রাখে ও হত্যার হুমকি দেয়। অন্যদিকে বাসার অন্য একটি কক্ষে আনোয়ার, রাকিব, বাকিব ও ফারুক এই চারজন মিলে ওই নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে ওই নারী অসুস্থ হয়ে পড়লে বাকিবরা চলে যায়। এরপর মা ও ছোট দুই ভাইবোনকে হারুয়া ছালাব জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহমুদা আভার বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে খণ্ডখণ্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিশোরগঞ্জ মহল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শোলাম মোহাম্মদ গণমাধ্যমকে জানান, এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে। এ বাপারের প্রয়োজনীয় আইনশাস্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

টাঙ্গাইলে দুই বন্ধুকে নিয়ে বাসরঘরে স্ত্রীকে ‘ধর্ষণ’ করলেন স্বামী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে স্বামীর সহযোগিতায় বাসরঘরে নববধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী আব্দুল বাহেদ (২৫) ও বন্ধু জহুরুল ইসলামকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পলাতক রয়েছেন আরেক এক বন্ধু। শুক্রবার (২৬ জুলাই) কালিহাতির থানায় স্বামী ও তার দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর মা। অভিযুক্তরা হলেন- স্বামী আব্দুল বাহেদ ও তার বন্ধু জহুরুল ইসলাম এবং রবিন মিয়া। স্থানীয় ও মামলা সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বিয়ে করে ওই নববধূকে নিজের বাড়িতে তোলেন বর। বাসরঘরে প্রবেশের পর বরের সহযোগিতায় তার দুই বন্ধু কৌশলে ভুক্তভোগী নববধূকে ধর্ষণ করেন। পরে ভুক্তভোগীর উপজেলার নিকলাপাড়া গ্রামে বাবার বাড়িতে বিয়ের কির-নিতে গিয়ে ভুক্তভোগী নববধূ এ বিষয় জানিয়ে দেন। স্বামীর তার বন্ধুরা এ ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বলে ভুক্তভোগীর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনির জানিয়েছেন। ঘটনটি জানাখান হলে পুলিশ বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত স্বামী আব্দুল বাহেদ ও বন্ধু জহুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে এবং ভুক্তভোগী নববধূকে থানার করে থানায় নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে কালিহাতির থানার গণি কামরুল ফারুক গণমাধ্যমকে জানান, শুক্রবার সকালে অভিযুক্ত স্বামী ও তার বন্ধুকে টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নববধূর শারীরিক পরীক্ষার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

টাঙ্গাইলে গৃহবধূকে ধর্ষণ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূর কাকা বর্ণক মামলার অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম টিকা (৫০) ও তার সহযোগী মোঃ খোকমকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরেক সহযোগী মোঃ মনির (২৩) পলাতক রয়েছেন। শনিবার (২৭ জুলাই) দুপুরে ঘটনটি ঘটেছে উপজেলার বাইচাইল গ্রামে। গ্রামমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধর্ষণের কথা শফিকুল ইসলাম টিকা স্বীকার করেছেন বলে জানান ওসি মোহাম্মদ আবু ছালাম মিয়া। স্থানীয়রা জানান, ধর্ষণের শিকার ওই গৃহবধূর বাড়ি ঘাটাইলের পার্শ্ববর্তী উপজেলা গোপালপুরের বুটিয়া গ্রামে। তার স্বামী মোঃ শামীম মল্লিক তারার আত্মত্বক এলাকায় একটি ক্যান্টিনে চাকরি করেন। তিনি ছুটিতে এসেছেন ১৮ জুলাই। ঘাটাইল উপজেলার বাইচাইল গ্রামে মোঃ শমসের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে তিনি তারার একটি ছাটে থাকেন তার। মামলার বিরোধে জানা যায়, বাইচাইল গ্রামের আতাব আলী খানের ছেলে শফিকুল ইসলাম টিকা বাড়ির মালিক শমসেরের নিকটাত্মীয়। তাই টিকার নিয়মিত যাত্রাভাড়া ছিল ওই বাড়িতে। শনিবার দুপুরে গৃহবধূর বাড়ির খোজ করতে ছাটে যান অভিযুক্ত টিকা ও তার ই সহযোগী ঘাটাইল থানার গ্রামের হাবির হকমারের ছেলে মোঃ খোকম (৪০) ও বাইচাইল দলিলাপাড়া গ্রামের হুমু মনির ছেলে মোঃ মনির (২৩)। স্বামী রাতেই নিয়ে জানানো পরের করে টিকা কক্ষে প্রবেশ করেন এবং ই সহযোগীকে বাইরে থেকে পরজা বন্ধ করে দিতে বলেন। এ কথা শোনার পর কক্ষ থেকে গৃহবধূ দৌড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলে টিকা তাকে টেনে ধরেন এবং দুই সহযোগী দলজা বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে জোর করে গৃহবধূকে টেনেইহুড়ে শরনকক্ষে নিয়ে যান টিকা এবং জোরপূর্ব্ব ধর্ষণ করেন। গৃহবধূ কান্নাকাটি শুরু করলে টিকা তাকে বিষয়টি গোপন রাখে বলেন। কাউকে এ বিষয়ে কিছু জানালো গ্রামে নেমে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যান। পরে ওই গৃহবধূ কোনো বিষয়টি তার স্বামীকে জানানো তিনি বাড়ি এসে ঘটনার কিব্রিত তদে রাখে থানায় এসে শফিকুল ইসলাম টিকাসহ তার দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেন। এ দিকে মামলা হওয়ার পরপরই ঘাটাইল থানা পুলিশ কয়েকটি জালে বিস্তৃত হয়ে আসামিদের ধরতে অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। প্রকৃতির সহযোগিতায় সেড মণ্ডার ব্যবস্থানে প্রধান অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম টিকা ও তার সহযোগী মোঃ খোকমকে গ্রেপ্তার করেন। আরেক সহযোগী মনির পলাতক। ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবু ছালাম মিয়া বলেন, গ্রামমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধর্ষণের কথা শফিকুল ইসলাম টিকা স্বীকার করেছেন। সহযোগী খোকমসহ টিকাকে আদালতে মাধ্যমে গ্রেপ্তার প্রেরণ করা হয়েছে। ধর্ষণের সহযোগী আরেকজনকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গৃহবধূকে ভাঙার পরীক্ষার জন্য টাঙ্গাইল স্নেহ হাটিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই
পরিবারের ৪ জনের
বুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই পরিবারের ৪ জনের বুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবীনগর পৌর এলাকার বিজয়পাড়ায় একই পরিবারের চার জনের বুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (২৮ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজয়পাড়া জল্লাজি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন বিজয়পাড়ার বালিদানী দলিলাপাড়া পৌরসভা (৩৩), তার স্ত্রী জাহাতি আভার (২০), তাদের দুই কন্যা ফারিয়া আভার (৪) ও ফাহিমা আভার (২)। নবীনগর মার্কেটেরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহগুলো উদ্ধার করেছে। তাত্ক্ষণিক মরদেহ মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তাদের মরদেহ মনোহরপুরে জনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেমোরেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রকৃতি চলছে।

পুলিশের গুলি, হামলা শিকার

(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। ১৯ জুলাই দুপুরে সাবেগ ল্যাবরেটরি মেডিক্যাল অফিসের ডিই হলোর সময় হিলাপু ফটোসংবাদিক ত্রৌদৈন জামান ব্রিড মাথাে গুলিবিদ্ধ হন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। একই দিনে সিলেটে দায়িত্ব পালনের সময় নয়া দিগ্গ পত্রিকার সাংবাদিক এটিএম তুরাব গুলিবিদ্ধ হন। পরদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এছাড়া ১৮ জুলাই সৈনিক জোরে আওয়াজ পত্রিকার গাঞ্জীপুরের গাছা থানা প্রতিনিধি পো, শাবিক হোসেন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

গুলিবিদ্ধ ও আহত সাংবাদিক

ঢাকা ও ঢাকার বাইরের অনেক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আবার কেউ কেউ পুলিশের ডিয়ারগ্যাস, ধারার বুলেট ও সাইড ফ্রেন্ডে আহত হয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীদের হামলার শিকার হয়েছেন বা সংঘাতের মধ্যে পড়ে আহত হয়েছেন।

আমাদের সময়

কোটা আন্দোলনের সহিংসতায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার ৯ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আহতরা হলেন চিফ রিপোর্টার শাজাহান আকম ভূত, ফটোসংবাদিক মনজুল্লুর বাবু, মো. মেহেজাব ও আলমিন শিদ্দে, স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল্লাহ কাফি ও রেজাউন রেজা এবং মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম ও আকতারজামান।

পত্রিকাটির চিফ রিপোর্টার শাজাহান আকম ভূত বলেন, আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার সময় ১৯ জুলাই কারাগারিহ ও আতিমসূর এলাকার আমার গুপ্ত হামলা করা হয়। আমি মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করছিলাম। এসময় আন্দোলনকারীরা আমাদের সময় পত্রিকার সাংবাদিকদের গুলিবিদ্ধ করে হামলা করে। হামলায় আমাদের ফটোসংবাদিক মনজুল্লুর বাবুর হাত কেটে গেছে, মাথায় একাধিক স্লেহিও পেয়েছে।

প্রথম আলো

সৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার তিন জন ফটোসংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সাজিদ হোসেন, দীপু মালিকার ও খালেদ সরকার। তারা তিন জনই গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

কালের কন্ঠ

কালের কন্ঠ পত্রিকার হয় জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফটোসংবাদিক মনজুল্লুর করিম, ফটোসংবাদিক লুৎফর রহমান, শেখ হাসান ও মোহাম্মদ আসাদ। এছাড়াও পত্রিকাটির আরও দুই জন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার আহত হয়েছেন। তারা হলেন আল আমিন ও মাহাদী দীনার। মনজুল্লুর করিম ২০ জুলাই (শনিবার) যাত্রাবাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হন। তার ক্যামেরা তেঙে ফেলা হয় এবং মোটোসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

সৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক আলী হোসেন মিল্টু, ক্রাইম চিফ আলআউদ আরিক ও মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার অরুণ। আলআউদ আরিক জানান, ১৯ জুলাই মালিবারাণ আলু হোস্টেল এলাকায় তিনি পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। তার শরীরে ছররা গুলি লাগে।

ঢাকা ট্রিবিউন

ইংরেজি পত্রিকা ঢাকা ট্রিবিউনের ফটোসংবাদিক আহাদুল করিম খান আহত হয়েছেন।

সমন্বয়

সমন্বয় পত্রিকার দুই জন ফটোজার্নালিস্ট গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফটোজার্নালিস্ট সাজিদ মাহমুদ নয়ন ও মাসুদুর নঈদ।

ডেইলি স্টার

সৈনিক ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি স্টারের তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সিনিয়র ফটোজার্নালিস্ট প্রবীর দাস ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক অরির আহত হন ঢাকায়। এছাড়া ডেইলি স্টারের সিলেট প্রতিনিধি দোহা ট্রৌদী গুরুতর আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সিনিয়র সাংবাদিক রেজোহেব রাউজ ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ী এলাকায় হামলার শিকার হয়েছেন। ১৯ জুলাই রামপুরা পল্লীতে মাসুদ রানা (সংবাদিক) হামলার শিকার হন। তার মোটোসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও পত্রিকাটির সংবাদপত্র বহনকারী তিনটি গাড়ি সারেরবাণ এলাকায় পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।

মানববন্ধন

সৈনিক মানববন্ধন পত্রিকের ফটোসংবাদিক জীবন আহমেদ ২০ জুলাই রামপুরা এলাকায় পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। তার শরীরে ছয়টি ছররা গুলি লাগে।

দৈনিক রূপান্তর

সৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকার চার জন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক মহব্বার রহমান ও মোশারফ হোসেন ভূবন, স্টাফ রিপোর্টার নাফসুল হাসান সাগর ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক সুপন সিদ্ধান্তর।

ইত্তেফাক

সৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার একজন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হলেন সিনিয়র ফটোসংবাদিক আব্দুল দান।

সময়ের আলো

সৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার হয় জন সাংবাদিকী আহত হয়েছেন। তারা হলেন- ফটোসংবাদিক আব্দুল হাকিম, আবদুহা আল মমী ও শেখ হেজহোসৈ, সাহিত্য সম্পাদক আলী রেজা ট্রৌদী এবং অনলাইন ভার্সনে সাংাদিক জামান ও আল ইমদান

খবরের কাগজ

সৈনিক খবরের কাগজ পত্রিকার দুই জন আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে ফটোসংবাদিক মাসুদ মিলন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ১৯ জুলাই। এদিন দুপুরে পল্টনে তার শরীরের ছররা গুলি লাগে। এছাড়াও এই পত্রিকার রিপোর্টার মেহেদী হাসান খান আহত হয়েছেন বলে তার দাবি।

সৈনিক সংবাদ

সৈনিক সংবাদ পত্রিকার চার জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মোহাম্মদুল্লুর রহমান, প্রধান ফটোসংবাদিক সোহেবাব আহম, স্টাফ রিপোর্টার (ক্রাইম) মাসুদ রানা ও স্টাফ রিপোর্টার রেজাউল করিম। তাদের মধ্যে দুই জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

যাত্রাঘাটদিন

সৈনিক যাত্রাঘাটদিন পত্রিকার দুই জন রিপোর্টার হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন ও নাহিদ হাসান। দুর্বৃত্তদের হামলায় তাদের হাতে ও পায়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

জনকন্ঠ

জনকন্ঠ পত্রিকার চার জন সাংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক সমস্ত ক্রমবর্তী ও জনিম উদ্দিন, রিপোর্টার ফজলুর রহমান ও ঢাবি প্রতিনিধি মোজাহার।

জোরে কাগজ

জোরে কাগজ পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক মাসুদ আবেরিন ও সংবাদকর্মী রাজিবুল হক।

আলোকিত বাংলাদেশ

আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক মো। আব্বাস হোসেন ও সংবাদকর্মী শাবিক।

সৈনিক মুহাজির

সৈনিক মুহাজির পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আদিত্য হাসান কাম্পাসে হামলার শিকার হন। অপরাধ নারায়ণপঞ্চ ফরুজা প্রতিনিধি আল আমিন প্রধান। তিনি ১৯ জুলাই গুরুতর আহত হয়েছেন।

কামেরা

সৈনিক কামেরা পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার ব্রিন রাহমান ও শিড মোজো (মোবাইল জার্নালিসম) রিপোর্টার আকরম হোসেন।

ডেইলি সান

ইংরেজি সৈনিক ডেইলি সান পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক রিয়াজ আহমেদ সুমন ও সংবাদকর্মী সাদেব হাসান শুভ।

বণিক বাড়ী

সৈনিক বণিক বাড়ী পত্রিকার তিন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক মাসফিকুর অভ্যন্তর, কাজী সালাহউদ্দিন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মেহদী সাঈদ।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

সৈনিক ইংরেজি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার চার জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র কেরেসপন্ডেন্ট জসিম উদ্দিন, রিপোর্টার রোকমুজ্জামান মনি, ফটোসংবাদিক রাজিব ধর ও মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক মো. কাজল সিদ্ধান্তর।

আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক ফজলে এশরাফী ওমর ও ক্যান্ডন নান গ্রামফোন অনিচ্ছুক।

বাংলাবাজার

বাংলাবাজার পত্রিকার একজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন ফটোসংবাদিক এম খোকন সিদ্ধান্তর।

আজকের সৈনিক

আজকের সৈনিক পত্রিকার একজন ফটোসংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন নূর হোসেন শিপুল।

দি ডেইলি অবজারভার

দি ডেইলি অবজারভার পত্রিকার ফটোসংবাদিক খন্দকার আজিজুর রহমান আহত হয়েছেন।

মানব কন্ঠ

সৈনিক মানব কন্ঠ পত্রিকার একজন ফটোসংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো. জুবায়ের আলম খান।

সৈনিক জনতা

সৈনিক জনতা পত্রিকার একজন ফটোসংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো। আব্দুল হালিম।

সৈনিক ইনকিলাব

সৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার একজন সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তিনি হলেন এম এ মাসুদ।

সৈনিক নয়াদিনপত্র

সৈনিক নয়াদিনপত্র পত্রিকার ফটোসংবাদিক এম আব্দুল্লাহ পরভেজ আল বাজী আহত হয়েছেন।

অর্থনীতি প্রতিদিন

অর্থনীতি প্রতিদিন পত্রিকার একজন ফটোসংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো. মাসুদ পরভেজ মিলন।

বাংলাদেশ পোস্ট

সৈনিক বাংলাদেশ পোস্ট (ইংরেজি) পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র কেরেসপন্ডেন্ট মো. আনোয়ার হোসেন ও ফটোসংবাদিক জাহিদ উদ্দিন আহমেদ।

অনলাইন সংবাদ মাধ্যম: বাংলা ট্রিবিউন

বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকার পাঁচ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফটোসংবাদিক সাজিদ মাহমুদ, স্টাফ রিপোর্টার অবদান উইজা, আসাদ আব্বাসী জয়, আতিক হামদ ভূঞা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এরশাদ তাহসীল। এর মধ্যে দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে একজন ছররা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

সিনিয়র ফটোসংবাদিক সাজিদ মাহমুদ বলেন, ১৮ জুলাই সাবেগ ল্যাব এলাকায় ছবি তোলার সময় হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি হামলা করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

আরওম উইজাকে কোটা আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার সময় গাওয়াগেয় বুকেলীপ ও ছাত্রলীগের নেতাকারীরা লাঠিচোঁটা দিয়ে হামলা করে।

বিভিডিউজ ২৪ ডটকম

বিভিডিউজ২৪ ডটকম পত্রিকার দুই সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। হামলায় ফটোসংবাদিক মো. মাহমুদ জামান অতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আসিফ জামান আহত হন।

বাংলা নিউজ২৪ ডটকম

বাংলানিউজ২৪ ডটকম পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র ফটো-কেরেসপন্ডেন্ট জিহাদ মুন্সুর রহমান, স্টাফ ফটো-কেরেসপন্ডেন্ট শাবিক আহমেদ ও স্টাফ কেরেসপন্ডেন্ট ইফসাত শরীফ।

সারাবাংলা

সারা বাংলা পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন ফটোসংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব ও মো. সুমিত আহমেদ সোহেল।

বার্তা২৪ ডটকম

অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বার্তা২৪ ডটকম পত্রিকার দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার খন্দকার আসিফজামান ও রাজু আহমেদ।

পত্রিকাটির চিফ রিপোর্টার সিরাজুল করিম বলেন, আন্দোলন ঢাকাকালে রামপুরা এলাকায় রিপোর্টার খন্দকার আসিফজামান হামলাকারীদের আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাকে তিনদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সকলপত্র

সকলপত্রা পত্রিকার তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন যার মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। আহতরা হলেন ফটোসংবাদিক মো. হারুন অর রশিদ, স্টাফ রিপোর্টার মেহেদা মিত্র ও সংবাদকর্মী কনুপাল কর্মকার।

ফ্রেন্ড নিউজ

ফ্রেন্ড নিউজ পত্রিকার একজন ফটোসংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি হলেন মো. সালেহুজ্জামান ট্রৌদী।

এফএনএস

নিউজ এজেন্সি এফএনএস-এর সিনিয়র ফটোসংবাদিক সালাউদ্দিন আহমেদ শামীম হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

বাংলা আউটলুক

বাংলা আউটলুক পত্রিকার একজন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মোফাজ্জল শাহীন প্রেমিও।

রাইজিং বিডি

রাইজিং বিডির স্টাফ রিপোর্টার (মাল্টিমিডিয়া) সুকান্ত বিশ্বাস গুরুতর আহত হয়েছেন।

টেলেভিশন; ভিভিসি

ভিভিসি টেলিভিশনের ১০ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদুর রহমান, জাকারিয়া আহমেদ ও মোহাম্মদ মাহবুব, স্টাফ রিপোর্টার তারিকুল ইসলাম মেনন ও মোহাম্মদুল্লাহ খান অপু, ক্যামেরাপারদন আলী ইমাম, কাজী জাহিদ আহমেদ, মজিদা নাসির, মাহমুদ আলী বাবুল ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। এর মধ্যে একজন পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদুর রহমান বলেন, ১৯ জুলাই পল্টন এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করার সময় তার শরীরে বেশ কয়েকটি ছররা গুলি লাগে। এখনও তার মাথা ও কপালে গুলি জট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে পুলিশ, দলীয় কর্মী কিংবা আন্দোলনকারীরাই সাংবাদিকদের গুলি ভাবে। আসলে সাংবাদিকরা তো কারও শত্রু ন। সাংবাদিকরা কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নন। আমরা গণমানুষের কথা বলি।

চ্যানেল আই

চ্যানেল আই টেলিভিশনের দুই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র স্টাফ কেরেসপন্ডেন্ট সাকের আদনান ও স্টাফ কেরেসপন্ডেন্ট শহিদুল্লাহ রাহু।

নাগরিক টেলিভিশন

নাগরিক টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার ফজলে রাহু ও ভিডিও এডিটর রাজু হান্নিক হামলায় আহত হয়েছেন। নাগরিক টেলিভিশনের সিইও দীপ আজাদ বলেন, কোটা আন্দোলনে দুর্বৃত্তদের হামলায় অনেক আহত হয়েছেন। আমাদের টেলিভিশনের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

বাংলাভিশন

বাংলাভিশন টেলিভিশনের সান সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন স্টাফ রিপোর্টার মাসুদ আব্দুল্লাহ ও করফথ বাবু ও ক্যামেরাপারদন সিতন খান। এছাড়া একটি গাড়ি, ক্যামেরা ও ফ্লু ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এখন টেলিভিশন

এখন টিভি২৪ ডটকম পত্রিকার এক সাংবাদিকী হামলার শিকার হয়েছেন। তারা হলেন রিপোর্টার মাহজাবর ইমম ও ক্যামেরাপারদন তামিম আহমেদ।

এটিভি১

এটিভি১-এর ৯ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ কেরেসপন্ডেন্ট জুয়েল আল হাবিব, কাকেরাফান মাহমুদ, নাজিরুর রহমান, মোজাহেব হাসান ও শিফা মাসুদ, সিনিয়র ক্যামেরাপারদন সাকির হোসেন মার্শাল, ক্যামেরাপারদন আলগীরা হোসেন ও কোলা আহমেদ সজীব।

এটিভি১-এর বাক কেরেসপন্ডেন্ট সফিক শাহীদ হোসেন, পেগাপত সাহিব পানক করফথ নিয়ে অসহযোগ সংগ্রামের আহ্বান দিয়েছেন। তারা এরশাদের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়াও আমাদের কেরফটি ক্যামেরা ও গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

শেখাৱী

শেখাৱী টেলিভিশনের তিন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার সাকানুর রহমান, ক্যামেরাপারদন মাহমুদুর রহমান ও গাড়িচালক

মো. সুজন মিয়া। এছাড়াও টেলিভিশনটির একটি গাড়ি পোড়ানো ও দুটি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

৭১ টিভি

৭১ টেলিভিশনের ৭ সাংবাদিক আহত হয়েছেন, এর মধ্যে ৬ জনই পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ। গুলিবিদ্ধরা হলেন- সিনিয়র রিপোর্টার নাসিমা শারামিন, সিনিয়র কেরেসপন্ডেন্ট ও প্রায়ীম এডিটর মিশ্রন আনোয়ার, সিনিয়র কেরেসপন্ডেন্ট মুহম্মত পারভেজ নাসির রেজা, ক্যামেরাপারদন রাসেলুল হাসান, মো. আহমদুল ও আবুল কাউসার ও গুলিখীন আহমেদ। হামলার শিকার হয়েছে ক্যামেরাপারদন বিসাদ হাসান।

নাসিমা শারামিন বলেন, হামলা-মামলা বা গুলি করে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম বন্ধ করা যায় না।

এশিয়ান টিভি

এশিয়ান টেলিভিশনের ৭ সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন চিফ রিপোর্টার হালিমা আক্তার লাবাবা ও বাকের নিরুপ, স্টাফ রিপোর্টার নর মোহাম্মদ ভূঁইয়া ও এনাম মল্লিক, চিফ ক্যামেরাপারদন শহিদুল হক জীবন, সিনিয়র ক্যামেরাপারদন লতিফ ট্রৌদী ও ক্যামেরাপারদন আনিন হোসেন। এর মধ্যে তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

এছাড়াও টেলিভিশনটির একটি গাড়ি পোড়ানো ও দুটি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

এটিএন বাংলা

এটিএন বাংলা টেলিভিশনের তিন জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের ছররা গুলি পেয়েছেন। তিনি হলেন সিনিয়র রিপোর্টার তারিকুল ইসলাম। আহতরা হলেন স্টাফ রিপোর্টার শাহাদিকুর রহমান ও ক্যামেরাপারদন শফিউর রহমান প্রধান। এছাড়াও টেলিভিশনটির তিনটি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

নিউজ২৪

নিউজ২৪ টেলিভিশনের ১২ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে হয় জন পুলিশের ছররা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন, স্টাফ রিপোর্টার মাসুদ সুমন (তার চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে), ক্যামেরাপারদন মোহাম্মদুল হোসেন বাবুল, সাজার প্রতিনিধি নাফুল হোসেন ও তার ক্যামেরাপারদন এনদাহ, রুপু প্রতিনিধি মমিন ও তার ক্যামেরাপারদন জেই। এছাড়াও হামলা শিকার হয়েছেন সিনিয়র রিপোর্টার নাসিম আল জীবু, স্টাফ রিপোর্টার মাসুদা শাবী ও জুবায়ের সানি এবং ক্যামেরাপারদন আরফিন হোসেন, মো. মুহাদ ও আবদুস সালাম ব্রিন।

মোহনা টিভি

মোহনা টেলিভিশন তিন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সিনিয়র রিপোর্টার কাজী ইমদাদ বিন দিগার ও মোহাম্মদ কবীর। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন সিনিয়র ক্যামেরাপারদন কবীর হোসেন খান।

দেশ টিভি

দেশ টেলিভিশনের দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গুর মোহান ও ক্যামেরাপারদন আব্দুল নাসের।

কোন টিভি

এসএ টেলিভিশনের পাঁচ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন, স্টাফ রিপোর্টার কাছার হামিদ (সোহান খান), রিপোর্টার ইমরুল হোসেন ও রিহাত আলম শিপুর এবং ক্যামেরাপারদন মো. হাফস ও ইয়াহিয়ম বর্ণিন। এর মধ্যে সোহান খান ১৮ জুলাই বাজা এলাকায় গুরুতর আহত হন, তার বাম হাত কেটে গেছে। তিনি বলেন, আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের সরকারের দালাল বলে গণপ্টিনি দেওয়া শুরু করে।

একুশ টিভি

একুশ টেলিভিশনের তিন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী আহত হয়েছেন। তারা হলেন স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদ হাসান, ক্যামেরাপারদন জোয়ান খান ও গাড়িচালক সোহেল। এছাড়াও টেলিভিশনটির একটি গাড়ি ও একটি ক্যামেরা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইউজেন্ডেট টিভি টেলিভিশন

ইউজেন্ডেট টেলিভিশনের ১০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সি-নায়র রিপোর্টার শাহরিয়ার অর্নিবন, ইজাউর রহমান, নাফমুদ সাদি, আল আমর হক অহন ও নূর-এ-আলম, স্টাফ রিপোর্টার আলদে রায়হান, মো. ওমর ফাফথ, ইকরামুল হক, আল আমিন হোসেন ও মাহমুদুল হাসান (পারভেজ)। এর মধ্যে চার জন সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

আরটিভি

আরটিভির হয় জন সাংবাদিক-কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ইকবাল অনিক ও ভাইয়ুম ইসলাম রাহমান যাত্রাবাড়ী এলাকায় সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। এছাড়াও ব্রিন রেজা এলাকায় দিগ্গ চন্দ্র পাল ও ক্যামেরা পারদন সুন দেওয়ান। এছাড়াও উত্তরা এলাকায় টলী রিপোর্টার তারেক মোহাম্মদ আহত হয়েছেন। আর মোহাম্মদপুর এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ডেমিসের এলিফটিউজ পাগেন পিরিক। জাহাঙ্গীরনগর ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি কল্যাণ অফিসের তিনজন কর্মীও আহত হন। কোটা সংঘর্ষে ক্যামেরাপারদক কেবল করে সিংহতায় টেলিভিশন চ্যানেল দুটি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুম্বা টিভি

মুম্বা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার ডাক্ষর ভামুদ্রী, ক্যামেরাপারদন বিজানুর তপু ও বন্তুভা বুয়েরা চিফ মেকেল সূজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে মাসুদ রিপোর্টার দুই জন গুরুতর আহত হন। এছাড়াও মুম্বা টিভির ছয়টি গাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে।

সময় টিভি

সময় টেলিভিশনের ৮ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিনিয়র রিপোর্টার তোহা খান তামিম, রিপোর্টার তপাঞ্জী হাসান মো, ক্যামেরাপারদন রতন চন্দ্র মজুমদার, নিজামউদ্দিন আরবিন প্রিন্স, সুমন সরকার ও সালাউদ্দিন মামুন এবং রংপুর প্রতিনিধি (রিপোর্টার) রেজওয়ান হিমেল ও ক্যামেরাপারদন তারিকুল ইসলাম। এর মধ্যে তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম

বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে করণত তিন জন বাংলাদেশে প্রতিনিধি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বেনার নিউজ-এর বাংলাদেশে প্রতিনিধি জীবন আহমেদ ও শরিত সিয়ার ইম। এছাড়াও জার্নালিস্টিক সংবাদমাধ্যমে ভয়েটে ভেল পত্রিকার বাংলাদেশে প্রতিনিধি হারুন উর রশিদ খপন আহত হয়েছেন।

ঢাকার বাইরে: নারায়ণপঞ্চ

নারায়ণপঞ্চ হয় সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে জায়ে নিউজের জেলা প্রতিনিধি মোবাসুদ রাশাব গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া আহত হয়েছেন সৈনিক স

